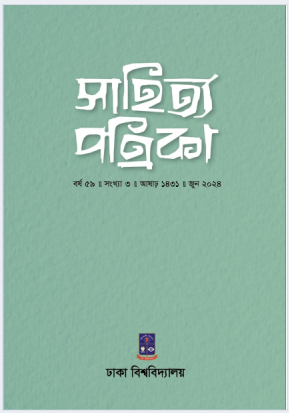

Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাব্যভাষায় বলক ব্যবহারের বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Shuvendhu Saha
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.9
Pages	167-179
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.9
প্রবন্ধ জমাদান: ০৯ আগষ্ট ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৬৭-১৭৯

কাব্যভাষায় বলক ব্যবহারের বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা

শুভেন্দু সাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: shuvendhu@nstu.edu.bd

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষার ভাষিক উপাদানগুলোর মধ্যে বলক একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ লগ্নক, যা শব্দ তথা বাক্যে বিশেষ জোর প্রদান করে। বাংলা ভাষায় 'ই' এবং 'ও' বলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কথ্য ও গদ্যরূপের মতো কাব্যের ভাষাতেও বিভিন্ন পদের সাথে লগ্নক হিসেবে বলকের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা কাব্যভাষায় লগ্নক হিসেবে বলকের বৈচিত্র্য কীরূপ তা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। বাংলা কাব্যভাষায় বিশেষ ভাব যেমন: স্তুতি, প্রার্থনা, অনুরোধ, আক্ষেপ, নিশ্চয়ন, প্রত্যাশা, বিস্ময়, অনুজ্ঞা ইত্যাদি সৃষ্টিতে বলকের ভূমিকা কীরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে তা দেখানো হয়েছে। অন্ত্যানুপ্রাসেও বলক লগ্নকটির ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় রয়েছে, তাও উঠে এসেছে প্রবন্ধে। একই ভাষিক গঠন হলেও বলক, প্রত্যয়, যোজক ও সর্বনাম হিসেবে কীভাবে 'ই' এবং 'ও' ব্যবহৃত হয় এবং এদের মধ্যে পার্থক্য কী তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির পাঠ-বিশ্লেষণ কৌশল অবলম্বনে রচিত এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে কাব্যভাষায় বলক ব্যবহার এবং এর ফলে সৃষ্ট বিশেষ ভাব এবং বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দ
কাব্যভাষা, বলক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বলকের ব্যবহার, ভাষিক উপাদান, লগ্নক, ভাষাবিশ্লেষণ।

১. ভূমিকা

কথ্য ও গদ্যভাষায় প্রচলিত ভাষিক উপাদান কাব্যভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কাব্যভাষায় বিশেষ কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয় যা কথ্য ও গদ্যভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কবিতায় ব্যবহৃত এসব ভাষিক উপাদানকে কাব্যভাষিক উপাদান বলা যায়। কবিতার ভাষায় বিশেষ ভাব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ছন্দ, মিল, অলংকার, রূপক, বক্রোক্তিসহ নানা উপাদানের সাথে লগ্নক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বাংলায় লগ্নক বলতে এমন কিছু শব্দাংশকে বোঝানো হয় যা শব্দের সাথে লেগে থেকে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে বা বাক্যের মধ্যে বিশেষ ভাব তৈরি করে (স্বরোচিষ ২০২১: ১০৪)। লগ্নক হিসেবে যে ভাষিক উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে ক্রিয়াবিভক্তি, কারক-বিভক্তি, নির্দেশক, বচন ও বলক। এগুলোর মধ্যে বলকের কাজ হলো কোনো একটি শব্দের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া। বাংলা ভাষায় 'ই' এবং 'ও' বলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কথ্য, গদ্য, কিংবা কাব্য—সকল ভাষারূপেই বলকের ব্যবহার রয়েছে। তবে আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ভাবপ্রকাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ভাষিক উপাদানটি নিয়ে ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ ও ব্যাকরণে আলোচনা অপ্রতুল। তাই বাংলা ভাষায় বলক ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে বাংলা কাব্যভাষায় বলক ব্যবহারের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের উপযোগিতা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় নানা রকম ভাষিক উপাদান ব্যবহারের পাশাপাশি বলক ব্যবহারেও পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যবহৃত বলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা কাব্যভাষার শব্দরূপে বলক ব্যবহারের বৈচিত্র্য তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের অভীষ্ট।

ভাষার কথ্য বা লেখ্যরূপে ব্যবহৃত শব্দরূপের সাথে বলক ব্যবহার নিয়ে সমকালীন ব্যাকরণসমূহের মধ্যে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* ও *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ* গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তবে কাব্যভাষায় বলকের ব্যবহার কীরূপ, তা বিশেষ কোনো ভাব তৈরি করে কি না, তা নিয়ে এসব গ্রন্থেও কোনো আলোচনা নেই। কবিতার ভাষায় ভাবের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অন্য ভাষিক উপাদানের মতো বলকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় অন্যান্য ভাষিক কৌশলগুলোর মতো বলক হিসেবে 'ই' এবং 'ও'-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একই শব্দাংশ যে একাধারে বলক, যোজক, সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষাবিশ্লেষণ করলে জানা সম্ভব। এছাড়া তিনি অন্ত্যানুপ্রাসেও বলকের ব্যবহার করেছেন।

২. গবেষণার যৌক্তিকতা

কথ্য, গদ্য, কিংবা কাব্য সকল ভাষারূপেই বলকের ব্যবহার থাকলেও ভাবপ্রকাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ভাষিক উপাদানটি নিয়ে বাংলা ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ ও ব্যাকরণে আলোচনা কম। বিভিন্ন ব্যাকরণগ্রন্থে 'ই'-কে প্রত্যয় এবং 'ও'-কে প্রত্যয়, যোজক ও তর্জনী সর্বনাম হিসেবে উল্লেখ করে আলোচনা করা হলেও, বাক্যে বল প্রয়োগে এদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। বাংলা ভাষায় 'ই' এবং 'ও' যে বলক হিসেবে বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে

আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে লেখ্যভাষার পদ্যরূপে বা কাব্যভাষায় এই ভাষিক উপাদানটির ব্যবহার ও বৈচিত্র্য কেমন তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলা কাব্যভাষায় বলক ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিরূপণই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। কাব্যভাষায় বলক ব্যবহারের ভাষাকাঠামোতে যে বিশেষ ভাব ও বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে তা বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা। গবেষণায় প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা নেওয়া হয়েছে। কবিতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা-প্রযুক্তি অধিদপ্তর সৃষ্ট বৈদ্যুতিন মাধ্যম www.rabindrarachanabali.nltr.org-এর ব্যবহার করা হয়েছে। সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির পাঠ বিশ্লেষণ কৌশল বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে কবিতাংশ এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ করেই বলকের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে।

৫. বলক

কোনো শব্দে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোতে কিছু লগ্নক ব্যবহৃত হয় যা বলক নামে পরিচিত (হানা রুথ ২০২১: ১৪৫)। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Emphasizer'। এই ভাষিক উপাদানটি শব্দের সাথে লেগে থাকে বলে একে লগ্নকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শব্দে জোর প্রয়োগের জন্য এই ভাষিক উপাদানগুলো ব্যবহার করা হলেও কার্যত তা বাক্যেই বিশেষ জোর সৃষ্টি করে। বাংলায় বলক দুটি: 'ই' এবং 'ও'। বলক হিসেবে বাংলা ভাষায় 'ই' এবং 'ও' যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় *Bengali: A Comprehensive Grammar* বইতে (Hanne-Ruth 2010: 281-287)। বইটির লেখক হানা রুথ টমসন অবশ্য 'ই' এবং 'ও' এর পাশাপাশি 'তো'-কে বলক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন (Hanne-Ruth 2010: 286)। তবে 'তো' শব্দের সাথে লেগে থাকে না বলে একে লগ্নকের অন্তর্ভুক্ত না করে পদাণু হিসেবে উল্লেখ করাই যৌক্তিক। সে কারণে এই আলোচনায় 'ই' এবং 'ও'-এর সাথে 'তো' আলোচিত হয়নি। বাক্যে বিশেষ ভাব সৃষ্টিতে বলক দুটির বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন:

> শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।
> আমাদের গ্রামেও পহেলা বৈশাখে মেলা হয়।

বাক্য দুটি যদি যথাক্রমে 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' এবং 'আমাদের গ্রামে পহেলা বৈশাখে মেলা হয়' এভাবে লেখা হতো; তাহলে 'শিক্ষা' ও 'গ্রামে' শব্দদ্বয়ে এক ধরনের বিশেষ জোর বা নিশ্চয়ন করা হয়েছে, সে ভাবটি পুরোপুরি প্রকাশ হতো না। অর্থাৎ 'ই' এবং 'ও' বলক দুটি যথাক্রমে 'শিক্ষা' এবং 'গ্রামে' শব্দদ্বয়ে বিশেষ জোর প্রয়োগ করেছে। ফলে বাক্য দুটিতে একটি বিশেষ ভাব (নিশ্চয়ন) সৃষ্টি হয়েছে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে 'শিক্ষা' এবং 'গ্রামে' শব্দে ভাষিক উপাদান লগ্নক হিসেবে 'ই' এবং 'ও' ব্যবহার করা হলেও তাতে শব্দদুটির পদগত বা অর্থগত কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ লগ্নক হিসেবে বলক নতুন শব্দ বা শব্দের নতুন অর্থ তৈরি করে না, তবে তা বিশেষ ভাব তৈরি করে। প্রচলিত ব্যাকরণে এই ভাষিক উপাদান দুটিকে সর্বদা অন্ত্যপ্রত্যয় হিসেবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। তবে তা কতোখানি যুক্তিযুক্ত সে বিষয়েও অনুপুঙ্খ আলোচনা করা প্রয়োজন।

৫.১ প্রত্যয় ও বলক

শব্দ ও ধাতুর পরে যেসব অর্থহীন শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে তাকে প্রত্যয় বলে। শব্দের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় এবং ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। এখানে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে প্রত্যয়সূচক শব্দাংশ শব্দ বা ধাতুর পরে লেগে থাকে বলেই তারা লগ্নক নয়। কেননা লগ্নক নতুন শব্দ তৈরি করে না, তবে প্রত্যয় সেটা করে। প্রত্যয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০১০: ৬৩২-৩৫)। সেখানে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা প্রত্যয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি উদাহরণসহ বাংলা তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয়ের ব্যবহার দেখিয়েছেন। তিনিও সেখানে 'ই' এবং 'ও' ভাষিক উপাদানটিকে প্রত্যয় হিসেবে উল্লেখ করে যেসব উদাহরণ দিয়েছেন তাতে নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে এবং পূর্বের শব্দটির অর্থ পালটে যাচ্ছে। কিন্তু বলক হিসেবে 'ই' এবং 'ও' কোনো নতুন শব্দ তৈরি করে না। অর্থাৎ প্রত্যয়ের বাইরে 'ই' এবং 'ও' যে অন্য ব্যাকরণিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ বিবেচনা করেননি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে 'ই' এবং 'ও'-কে প্রত্যয় হিসেবে আলোচনা করেছেন। এই দুটি প্রত্যয়ের মধ্যে 'ই' এবং 'ও'-কে অন্ত্য ও মধ্য প্রত্যয় (অপিনিহিতির আলোচনাও এখানে সংযুক্ত ছিল) হিসেবে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তিনি যে উদাহরণ ব্যবহার করেছেন তাতেও নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া 'ই' প্রত্যয় যোগে যে স্ত্রীবাচকতাও নির্দেশ করা হয় তা তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে (সুনীতিকুমার ১৯৪৫: ১০০-৪০)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে 'ই' এবং 'ও' ভাষিক উপাদানদুটিকে তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয় রূপে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে 'ই' প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য পদ বিশেষণ পদে রূপ নেয় এবং বিশেষ ভাব সৃষ্টি করে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও নির্মিত অর্থে, রঙের নাম অর্থে, সম্বন্ধ, পেশা, গুণ বা দক্ষতা, আকার, স্ত্রীবাচকতা ইত্যাদি বোঝাতে 'ই' প্রত্যয়ের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (শহীদুল্লাহ্ ১৯৩৫: ১৪৭-১৫২)। এ আলোচনায় প্রত্যয় ব্যবহারের ফলে যে নতুন শব্দ গঠন করা হয় তাই উঠে এসেছে। বাংলা একাডেমি প্রণীত *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থেও প্রত্যয়কে শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে 'ই'

অন্ত্যপ্রত্যয়টিকে বিশেষণ গঠনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ও' প্রত্যয়টি জীবিকা বা অভ্যাস বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তারও উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থটিতে (রফিকুল, পবিত্র প্রমুখ ২০২০: ৩২)। অর্থাৎ প্রত্যয় শব্দ গঠনে কার্যকর একটি ভাষিক অনুষঙ্গ। 'ই' এবং 'ও' এর অন্তর্ভুক্ত। তবে বলক শব্দগঠনের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কোনো ভাষিক অনুষঙ্গ নয়।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত ব্যাকরণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'ই' এবং 'ও' ভাষিক উপাদানকে প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করার বিষয়টি বহুল চর্চিত। প্রত্যয় হিসেবে 'ই' এবং 'ও'-এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার বাংলা ভাষায় রয়েছে। 'ই' এবং 'ও' একই সাথে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে প্রত্যয় ছাড়াও 'ই' এবং 'ও' ভাষিক উপাদানটি যে ভাষায় বলক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সে বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করা হয়েছে *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ* গ্রন্থে (হানা রুথ ২০২১: ২৮)। তবে গ্রন্থটির বলক অংশের আলোচনা পুঙ্খানুরূপে বিশ্লেষণ করলে প্রত্যয় 'ই' এবং 'ও'-এর সাথে বলক 'ই' এবং 'ও'-এর কিছু মিল ও পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রত্যয় হিসেবে 'ই' বা 'ও' যেমন কোনো অর্থ প্রকাশ করে না ঠিক তেমনি বলক হিসেবেও কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। প্রত্যয় হিসেবে 'ই' এবং 'ও' সাধারণত কোনো শব্দ বা ধাতুর সাথে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে (স্বরোচিষ, তারিক প্রমুখ ২০১২: ৩২)। যেমন: চাষ+ই= চাষি; কাল+ও=কালো। কৃৎ ও তদ্ধিত উভয় রূপেই 'ই' এবং 'ও' নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে। কিন্তু বলক হিসেবে যখন 'ই' কিংবা 'ও' ভাষিক উপদানটির ব্যবহার হয় তখন কোনো নতুন শব্দ তৈরি হয় না। যেমন: শিক্ষা+ই= শিক্ষাই; তবু+ও= তবুও। তবে এখানে 'ই' বা 'ও' শব্দে জোর প্রয়োগ করে এবং কার্যত তা বাক্যে বিশেষ ভাব সৃষ্টি করলেও নতুন কোনো শব্দ তৈরি হয়নি।

বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসূহে বির্তক প্রতিযোগিতার বিষয় হিসেবে যে শিরোনামগুলো নির্ধারণ করা হয় সেখানে 'ই' ভাষিক উপাদানটির ব্যবহার চোখে পড়ে। ধরা যাক, একটি বিতর্কের শিরোনাম: 'নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষতন্ত্রই মূল অন্তরায়।' এখানে বির্তকের পক্ষদল ও বিপক্ষদল বক্তব্য শুরুই করে 'ই' ভাষিক উপাদানটিকে দিয়ে এবং সকল ক্ষেত্রেই বিতার্কিকরা বিষয়টিকে 'ই' প্রত্যয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। অথচ লক্ষ করলে দেখা যাবে 'ই' যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন কোনো শব্দ তৈরি হয়নি। 'ই' ভাষিক উপাদান নিয়ে এই চলমান ভুলের জন্যও প্রচলিত ব্যাকরণসমূহের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দায়ী। কার্যত, শব্দে জোর প্রয়োগকালে 'ই' ব্যবহার হলে তা বলক হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং নতুন শব্দগঠন করলে সেক্ষেত্রে 'ই'-কে প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

'ই'-এর ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের যে ধারণাটি সামনে আসে, 'ও'-এর ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ্যের সাথে 'ও' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে আদি স্বরের পরিবর্তন হয় /আ থেকে এ/ (হানা রুথ ২০২১: ৭৫)। এর মধ্যে কিছু বিশেষণ হীনবোধকতা অর্থ প্রকাশ করে। যেমন:

ভাত থেকে ভেতো (ভাত+ও = প্রত্যয় ব্যবহারের ফলে 'আ' ধ্বনিটি 'এ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে)
মাঝ থেকে মেঝো (মাঝ+ও = প্রত্যয় ব্যবহারের ফলে 'আ' ধ্বনিটি 'এ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে)

এছাড়া 'ও' বলক ব্যতীত অন্য ভাষিক উপাদান (যোজক, সর্বনাম) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমনকি প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তরে 'ও' সর্বনামটি একটি বাক্য সম্পন্ন করে ভাব প্রকাশ করতে পারে। যেমন: কাজটি কে করলো? এই বাক্যের উত্তরে উত্তরদাতা যদি বলে: ও। তাহলেও বাক্য সম্পন্ন হবে। সেক্ষেত্রে এটি একটি তর্জনী সর্বনাম আবার একটি স্বাধীন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এখানে 'ও' একটি শব্দ যা একই সাথে কর্তা এবং উদ্দেশ্যের কাজ করেছে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার মতো যে, প্রত্যয় কোনো শব্দের সাথে বসে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে যার অর্থ পূর্বের শব্দের তুলনায় ভিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যে এসব শব্দ ভিন্ন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে একই 'ই' বা 'ও' শব্দের সাথে লেগে থাকলেই যে তা লগ্নক বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে বলক হিসেবে কাজ করবে তেমনটি নয়। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বলক বা অন্য কোনো লগ্নক যা শব্দের সাথে লেগে থাকে তা বিশেষ ভাব সৃষ্টি করতে পারলেও নতুন শব্দ গঠন করে না। বলক কেবল শব্দে বা বাক্যে বিশেষ জোর প্রদান করে ভাষাকে আরো নান্দনিক করে তোলে।

৫.২ বলক ও বল

শব্দে বা বাক্যে জোর প্রদানকারী হিসেবে আরো একটি বিষয় ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে। বিষয়টি হলো 'বল' বা 'স্ট্রেস'। একে 'ঝোঁক' বা 'শ্বাসাঘাত' বা 'প্রস্বর' নামেও অভিহিত করা হয় (রফিকুল, পবিত্র প্রমুখ ২০১২: ১৩৮)। শব্দ বা বাক্যের উচ্চারণে কোনো কোনো ধ্বনিদল অন্য ধ্বনিদলের চাইতে বেশি জোরের সাথে উচ্চারিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো রূপমূল উচ্চারণের সময় কোনো ধ্বনিদলে জোরের পরিমাণকে শ্বাসাঘাতরূপে চিহ্নিত করা হয় (আবুল কালাম ২০১০: ২৫৫)। অর্থাৎ, এই ধ্বনিদল উচ্চারণে বিশেষ জোর বা বলের সাথে শ্বাসবায়ু নির্গত হয়। এই বিশেষ জোরকেই বল বা শ্বাসাঘাত, ঝোঁক বা প্রস্বর বলা হয় (রফিকুল, পবিত্র প্রমুখ ২০১২: ১৩৮)। যেমন: তোমার নাম কী? বাক্যটি প্রশ্নবোধক বাক্য এবং এখানে 'তোমার' শব্দটিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে 'তোমার' শব্দটিতে দুটি ধ্বনিদল রয়েছে, 'তো' এবং 'মার'। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানে 'তো' ধ্বনিদলের উপর জোর প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাষায় বল তিন প্রকারের হতে পারে: শব্দ বল, বাক্য বল ও বিশেষার্থক বল। বল ধারণাটি যে-কোনো শব্দের যে-কোনো অংশে বা ধ্বনিদলে বসতে পারে। এটি মূলত নির্ভর করে বক্তার উচ্চারণের উপর। উচ্চারণের জোরের অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে সম বানানে লিখিত শব্দের অর্থও বদলে যায়। এ ক্ষেত্রে ধ্বনিদলের ওপরে বলের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাক্যে প্রযুক্ত হলে অনেক সময় বলের প্রভাব খর্ব হয়ে যায় (সুনীতিকুমার ১৩৫২: ৪৮)। বাংলা ভাষায় বল এবং বলককে এক করে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই এটি বলা প্রয়োজন যে, বল এবং বলকের

মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, বল কোনো শব্দের ওপরেও পড়তে পারে, বাক্যের ওপরেও পড়তে পারে আবার ধ্বনিদলের ওপরেও পড়তে পারে। তবে বলক হিসেবে ব্যবহৃত 'ই' এবং 'ও' শুধু শব্দের শেষে জোর প্রয়োগ করে, নিজেই একটি স্বতন্ত্র ধ্বনিদল হিসেবে কাজ করে এবং কার্যত বাক্যে বিশেষ ভাব সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। তবে বলের মতো বলককেও অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব। এতে করে বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলক ধারণাটির বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার উঠে আসবে। লগ্নক হিসেবে বলকের ব্যবহার নিয়ে বাংলা ব্যাকরণসমূহে আলোচনা নেই। তবে গদ্য বা কাব্যভাষায় লেখকরা বলকের ব্যবহার করেছেন। সেই ব্যবহারের ফলে বাক্যে যে বিশেষ ভাব তৈরি হয় তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় বলক ব্যবহারে বৈচিত্র্য

ভাষার কথ্য ও গদ্যরূপে বলকের বহুমাত্রিক ব্যবহার যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি কাব্যের ভাষাতেও বলক বিশেষ ভাব সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও কবিতায় ধ্বনিগত সঙ্গতি (ছন্দ ও মিল) বজায় রাখার জন্যও বলকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চিরায়ত বাংলা কাব্যভাষায় সূচনা থেকেই কবিরা লগ্নক হিসেবে 'ই' এবং 'ও' বলকের ব্যবহার করেছেন। শব্দে বিশেষ জোর প্রয়োগ করতে লেখকেরা এই ভাষিক উপাদান যুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যভাষায় ভাষিক উপাদানগুলোর যে চমৎকার প্রয়োগ করেছেন সেখানে বলক ব্যবহারেও বৈচিত্র্য রয়েছে। কবিতায় ভাবের সঙ্গতি রক্ষা এবং ছন্দ ও মিলের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলকগুলোর ব্যবহার করেছেন। তবে কথ্যভাষার মতো কাব্যভাষায়ও বলকের ব্যবহার হয় মূলত শব্দে জোর প্রয়োগ এবং বিস্তৃত মনোভাব প্রকাশ করার জন্য (হানা ২০২১: ১৪৫)। কবিতার ভাষায় বলক যদিও শব্দে জোর দেয়, তবে শেষ পর্যন্ত তা বাক্যিক কাঠামোতেই জোর তৈরি করে। ফলে কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিশেষ ভাব সৃষ্টি হয় এবং পাঠকের কাছে আগ্রহব্যঞ্জক ও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যবহৃত বলক ব্যবহারে বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা কাব্যভাষায় বলকের ব্যবহার তুলে ধরা হলো (রবীন্দ্রনাথ, প্রথম-অষ্টাদশ খণ্ড ২০১০)।

৬.১ 'ই' বলকের ব্যবহার

'ই' বলকটি সাধারণত শব্দের শেষে লেগে থাকে এবং বিশেষ অর্থ নির্দেশ করে। প্রায় সকল প্রকার শব্দের সাথে এর ব্যবহার দেখা যায়। তবে বিশেষভাবে বিশেষ্যের পরে এর প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। বাক্যে বিশেষ জোর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে 'ই' ব্যবহার হয়। কাব্যভাষায় 'ই' বলকের প্রয়োগ কেবল জোর প্রদান করতেই হয় না, বরং কবিতার মিল বা ধ্বনিগত সঙ্গতি এবং ভাবের বহুমাত্রিক প্রকাশের জন্য 'ই' এর ব্যবহার কবিরা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

৬.১.১ নিশ্চয়ন করতে 'ই': কোনো কিছুর নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যে শব্দের শেষে (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ) 'ই' বলক যুক্ত হয়। যেমন: করিমই কাজটি করেছে। এখানে 'করিম' বিশেষ্য পদটিতে বল প্রয়োগ করে এক ধরনের নিশ্চয়ন করা হয়েছে। কথ্য বা গদ্যের মতো কবিতার ভাষাতেও এমন উদাহরণ রয়েছে। যেমন:

ক) শ্যামল সুন্দর সৌম্য হে অরণ্যভূমি
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন। ('বন', *চৈতালী*)

খ) উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। ('মাঝারির সতর্কতা', *কণিকা*)

উল্লিখিত উদাহরণদুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ চাইলে 'তোমার মুখশ্রীখানি নিত্য নূতন' বা 'তিনি মধ্যম যিনি চলেন তফাতে' লিখতে পারতেন। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে 'নিত্যই' শব্দটি দিয়ে 'নূতন' শব্দটিকে এক ধরনের নিশ্চয়ন করা বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয় কবিতাংশে শুধু 'তিনি' শব্দটি লিখলে নির্দিষ্ট করা বোঝাত না। কিন্তু 'তিনিই' শব্দটির দ্বারা 'যিনি' শব্দটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখানে 'ই' বলকটি দ্বারা উভয় কবিতাংশেই বিশেষ জোর প্রয়োগ করে নিশ্চয়নের ভাবটি তুলে ধরা হয়েছে।

৬.১.২ প্রশ্নশব্দের অনুপস্থিতিতে 'ই': কবিতায় বা গদ্যে অনেক বাক্যে প্রশ্নশব্দ থাকে না। সেক্ষেত্রে সর্বনাম বা বিশেষ্যের সাথে সংযুক্ত বলক 'ই' প্রশ্নশব্দের ভূমিকা নেয়। আবার প্রশ্নশব্দ থাকলেও তাতে বিশেষ জোর প্রয়োগ করতে 'ই'-এর ব্যবহার কবিতায় লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় এর উদাহরণ রয়েছে। যেমন:

ধুলা করো কলঙ্কিত সবার শুভ্রতা
সেটা কি তোমারি নয় কলঙ্কের কথা? ('কলঙ্ক ব্যবসায়ী', *কণিকা*)

এই কবিতাংশে প্রশ্নশব্দ 'কি' রয়েছে। 'কি' এখানে পদাণু হিসেবেও কাজ করেছে। তবে 'কি' শব্দটি এখানে না থাকলেও পরবর্তী শব্দ তোমার-এর সাথে 'ই' বলক যুক্ত হয়ে প্রশ্নশব্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো, যেমন: সেটা তোমারি নয় কলঙ্কের কথা? এখানে প্রশ্নবাচক ভাব বোঝাতেও 'ই' বলকের ব্যবহার করা হয়েছে।

৬.১.৩ সর্বনামের সাথে 'ই': সর্বনামের সাথে 'ই' বলক যুক্ত হয়ে বাংলা ভাষার বাক্যে বিশেষ ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। কবিতার ভাষায়ও সর্বনামের সাথে 'ই' বলক যুক্ত হয়ে বহুমাত্রিক ভাব সৃষ্টি করে। যেমন:

তোরাই শুধু শুনলি নে রে, কোথায় বসে রইলি যে রে,
দ্বারের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে,
কেউ তাহারে দেখলি না তো চেয়ে। ('পাগল', *ছবি ও গান*)

এখানে 'তোরা' একটি সম্বোধনবাচক সর্বনাম, যার সাথে 'ই' বলক যুক্ত হয়ে আক্ষেপ নির্দেশ করেছে। আবার সম্বোধনে আবেগের ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চয়নের চেষ্টাও থাকে সর্বনামের সাথে বলক যুক্ত করে। যেমন:

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার। ('অনন্ত প্রেম', *মানসী*)

আবার এ রকমভাবেই আত্মবাচক সর্বনামের সাথে 'ই' বলক যুক্ত করে স্তুতি করার নজিরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় লক্ষ করা যায়। যেমন:

তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ তোমার কণ্ঠে চাহে গাহিবারে
আপনারই গান। (১০৪, *স্ফুলিঙ্গ*)

অর্থাৎ স্তুতিপ্রকাশক হিসেবেও 'ই' বলক সম্বোধনের সাথে বসতে পারে। উল্লিখিত উদাহরণগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, 'ই' বলকের মূল কাজ শব্দে জোর প্রয়োগ করা। কার্যত এই জোর শুধু শব্দের ক্ষেত্রে নয় বরং বাক্যের ক্ষেত্রেও জোর সৃষ্টি করে। ফলে বাক্যের অর্থ ও ভাবের ক্ষেত্রে এক ধরনের পরিবর্তন হয়। তবে লক্ষ করলে দেখা যায়, 'ই' বলকটি ব্যবহারের কারণে নতুন কোনো শব্দ সৃষ্টি হয়নি। 'ই' বলকটি বিশেষ্য, ক্রিয়া, সর্বনামের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য ও সর্বনামের সাথে ব্যবহার হওয়ার ক্ষেত্রে এটি সম্বোধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬.১.৪ বিশেষণের সাথে 'ই': 'ই' বলক হিসেবে বিশেষণ পদেও জোর প্রদান করে। গানের ক্ষেত্রে সুরারোপের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক বিশেষণের সাথে 'ই' বলক যোগ করেছেন। যেমন:

দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে। (২, *গীতাঞ্জলি*)

৬.১.৫ অনুসর্গের সাথে 'ই': অনুসর্গের সাথে 'ই' বলকের ব্যবহার কথ্য ও গদ্য ভাষায় লক্ষ করা যায়। কাব্যভাষায়ও এর ব্যবহার রয়েছে। কাব্যভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ অনুসর্গ 'পানে', 'তরে', 'সনে', 'বাগে', 'লাগি' শব্দের সাথেও 'ই' বলকের ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেমন:

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি

হৃদয়-পানেই চাই নি। (৯২, *গীতিমাল্য*)

৬.১.৬ ক্রিয়াবিশেষণের সাথে 'ই': কাব্যভাষায় বহুল ব্যবহৃত বিশেষ ক্রিয়াবিশেষণগুলোর সাথে রবীন্দ্রনাথ 'ই' বলকটি যুক্ত করেছেন। যেমন: 'সদা' শব্দটি একটি ক্রিয়াবিশেষণ। এটি কাব্যভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয়। মূলত কাল নির্দেশ করতে এই শব্দটি ক্রিয়াকে বিশেষায়িত করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮০ সালে প্রথম ব্যবহার করেন /সদা কঁহি কৃষ্ণ হরি/ (মুরশিদ ও স্বরোচিষ সম্পা, ২০১৩: ২৭৮৩)। রবীন্দ্রনাথ এমন অসংখ্য কবিতায় বিশেষ ক্রিয়াবিশেষণ সদাই, সতত, অনুক্ষণ, নিভৃতে, বিরলে ইত্যাদির সাথে বলক যুক্ত করেছেন। যেমন:

বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই ('প্রকাশ', *মহুয়া*)

উদাহরণটিতে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। এক. ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে 'সদা' শব্দটির সাথে 'ই' বলক যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ 'বহিতেছে' ক্রিয়াকে বিশেষায়িত করেছেন। দুই. 'সদা' শব্দটির সাথে 'ই' বলক যুক্ত করার কারণে পরের ছত্রের 'মুক্তি চাই' বর্গের সাথে অন্ত্যমিল হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যভাষায় ধ্বনিগত সঙ্গতিও বজায় রাখতে বলক ভাষিক ভাষিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

'ই' ভাষিক উপাদানটি প্রত্যয় হিসেবে যেমন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ঠিক তেমনি কবিতার ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পদের সাথে এর যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন তা উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা সম্ভব। কবিতায় ধ্বনিগত সঙ্গতি রক্ষার ক্ষেত্রেও 'ই' বলকের ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে 'ই' বলকটি কোনো শব্দের সাথে যুক্ত হবার ফলে ভাবটি আরো নির্দিষ্ট হয়।

৬.২ 'ও' বলকের ব্যবহার

'ই'-এর তুলনায় 'ও' বলকের ব্যবহার সীমিত। তবে 'ও' এবং 'ই'-এর মধ্যে পার্থক্য হলো 'ই' কোনো একককে সীমিত করে এবং 'ও' অন্তর্ভুক্ত করে। 'ই' হলো বিশ্লিষ্ট বলক এবং 'ও' সংশ্লিষ্ট বলক। কবিতার ভাষায় 'ও' শুধু বলক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। 'ও' অনেক সময় সাধারণ যোজক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তর্জনী সর্বনাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয় (হানা রুথ ২০২১: ১০৯)। বলা প্রয়োজন যে, তর্জনী সর্বনাম হলো একপ্রকার ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, যা অজীব সর্বনামের মধ্যে রয়েছে আবার ক্রিয়াবিশেষণের কাল, স্থান, ভাব, ধরন এবং পরিমাপক হিসেবেও কাজ করে। কবিতায় যোজক ও তর্জনী সর্বনাম হিসেবে 'ও'-এর ব্যবহার দেখানো হলো।

যোজক হিসেবে ‘ও’-এর ব্যবহার	তর্জনী সর্বনাম হিসেবে ‘ও’-এর ব্যবহার
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব মাথা ও মুণ্ডু, ছাই ও ভস্ম মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব না মিলে শস্যকণা! (‘পুরস্কার’, *সোনার তরী*)	ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায় ও কী শুনি অমিয়-বচন। (‘পুনর্মিলন’, *প্রভাতসংগীত*)
কবিতাংশে ‘ও’ আলাদা আলাদা দুটো প্রত্যয় যথাক্রমে মাথা, মুণ্ডুকে একসাথে জুড়ে দিয়ে যোজকের কাজ করেছে। আবার ছাই এবং ভস্ম শব্দদ্বয়ের ক্ষেত্রেও যোজকের কাজ করেছে ‘ও’। ‘ও’ শুধু দুটো শব্দ বা পদকে নয় বরং সাধারণ যোজক হিসেবে এটি দুটো বর্গ বা বাক্যকেও জুড়ে দিতে পারে। কবিতায়ও এর উদাহরণ রয়েছে।	এই কবিতাংশে বলক হিসেবে ‘ও’-এর ব্যবহার অনুপস্থিত। কবিতাংশে ‘ও’ তর্জনী সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কে’ এখানে সর্বনাম আবার ‘ও’ দ্বারা কে সর্বনামটিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়া ‘ও’ একক শব্দ বা বাক্য হিসেবেও যে ব্যবহৃত হতে পারে সেই উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

যোজক এবং তর্জনী সর্বনাম ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় ‘ও’ বলকের বহুমাত্রিক ব্যবহার করেছেন, যা প্রয়োগ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তুলে ধরে। নিচে উদাহরণের মাধমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রত্যাশা অর্থে
যা পাই নি তাও থাক, যা পেয়েছি তাও
তুচ্ছ বলে যা চাই নি তাই মোরে দাও। (‘দুর্লভ জন্ম’, *চৈতালী*)

আক্ষেপ নির্দেশক
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে.
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে! (‘বিম্ববতী’, *সোনার তরী*)

প্রার্থনা নির্দেশক
বিশ্বজগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
আমি যত কাল থাকি তুমিও থাকিয়ো। (‘মোহের আশঙ্কা’, *কণিকা*)

নিশ্চয়ন অর্থে
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত-বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে। (‘সমুদ্রের প্রতি’, *সোনার তরী*)

মৃদু বিস্ময় প্রকাশে
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়

কাছে আসে, পাশে বসে তবুও কথা না ভাসে
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়। ('যোগিয়া', *কড়ি ও কোমল*)

অনুরোধে বিশেষ জোর আমারও আহ্বান ছিল যবনিকা সারবার কাজে
এ আমার পরম বিস্ময়। (৫, *জন্মদিনে*)

সবশ্রেণির পদের সাথেই 'ও' বলকের ব্যবহার হয়। বিশেষ্য ও সর্বনামের সাথে এর ব্যবহার তুলনামূলক বেশি। কবিতার ভাষাতে আবেগের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের ক্ষেত্রে 'ও' বলক প্রত্যাশা, প্রার্থনা, অনুরোধ বা অনুজ্ঞা, নিশ্চয়ন, আক্ষেপ ইত্যাদি বোঝাতে বহুমাত্রিকভাবে কাজ করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রথম উদাহরণে 'ও' শুধু বলক হিসেবে নয় বরং মিলকরণের (তাও > দাও) অনুষঙ্গ হিসেবেও অংশ নিয়েছে। এই উদাহরণে আরো একটি বিষয় লক্ষ করা যায়, 'ও' বলক হিসেবে 'তা' পদাণুর সাথেও বসতে পারে। 'তা' এখানে পদাণু। পদাণু বলতে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত অর্থহীন ছোট শব্দকে নির্দেশ করে যাদের নিজস্ব অর্থ না থাকলেও এরা বাক্যে বিশেষ ভাব তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ ব্যাকরণিক শব্দের বাইরে যে সকল বিভক্তি বাক্যকাঠামোতে বিশেষ ইঙ্গিত বোঝাতে সাহায্য করে তাদের পদাণু বলে (হানা রুথ ২০২১: ১৪৮)।

'ও' বলকটি কথ্য বা গদ্যভাষায় প্রশ্নশব্দের বা বিস্ময়বোধক শব্দের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: ক. সেখানে অনেকেই গিয়েছে মেনে নিলাম, কিন্তু তুমিও!; খ. কাজটি করার সময় কে কে সঙ্গে ছিলো? এবং গ. তুমিও? এখানে তিনটি বাক্যের মধ্যে 'তুমি' সর্বনামটির সাথে 'ও' বলক যুক্ত হয়ে বিস্ময়ভাব প্রকাশ করেছে। আবার দ্বিতীয় বাক্যের সাথে সংযোগ করে তৃতীয় বাক্যের ক্ষেত্রে তুমি সর্বনামটি সাথে 'ও' বলকটি প্রশ্নশব্দের বিকল্প হিসেবে বসেছে। বাক্যে ক্রিয়া বা অন্য উপাদান না থাকলেও শুধু বলক ব্যবহার করার কারণে বাক্য সম্পন্ন হয়েছে, কাব্যভাষায় এমন উদাহরণ চোখে পড়ে না। তবে কাব্যের ভাষায় জোর প্রয়োগ, ধ্বনিপরম্পরা বজায় রাখা এবং বিশেষ ভাব সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সচেতনভাবেই যে বলকের ব্যবহার করেছেন তা অনুধাবন করা যায়।

৭. প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও উপসংহার

বাংলা ভাষায় বলক একটি বিশেষ ভাষিক উপাদান। এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। শব্দের সাথে লেগে নতুন অর্থ তৈরিতেও এটি সহায়তা করে না। শব্দের জোর বা বল প্রয়োগ করে বাক্যে বিশেষ ভাব তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়। ভাষার কথ্য ও লেখ্যরূপে এর বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে। কথ্য ও লেখ্যরূপে যে দুটি উপাদান ব্যবহৃত হয় (ই, ও), বাংলায় বলক ছাড়াও অন্যরূপেও তাদের ব্যবহার রয়েছে। 'ই' উপাদানটিকে প্রত্যয় হিসেবে বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হলেও তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অনেক সময়ে বলক 'ই'-কেও প্রত্যয় হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাকরণগ্রন্থসমূহে যতটুকু আলোচনা হয়েছে তাও কথ্য বা গদ্যরূপে ব্যবহৃত 'ই' নিয়ে। কাব্যভাষায় ব্যবহৃত 'ই' নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। কাব্যের ভাষায় 'ই' বলকটি বহুমাত্রিক যে ভাবপ্রকাশক হিসেবে কাজ করে তা উপরের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

বলক হিসেবে ‘ও’ যতখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ তার থেকে ভাষিক উপাদান হিসেবে ‘ও’ অধিক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেননা ‘ও’ একই সাথে যোজক, সর্বনাম এবং বলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় যোজক ও সর্বনাম হিসেবে ‘ও’ এর ব্যবহার নিয়ে অলোচনা করা হলেও বলক হিসেবে এর আলোচনা নেই। সুনির্দিষ্টভাবে বাংলা কাব্যভাষায় ভাষিক উপাদান হিসেবে ‘ও’-এর বহুমাত্রিক ব্যবহার (যোজক, সর্বনাম বা বলক) হিসেবে আলোচনাও প্রায় নেই বললেই চলে। বলক হিসেবে ‘ই’-এর মতো ‘ও’ বিভিন্ন পদের সাথে বসে বিশেষ ভাব সৃষ্টি করতে পারে। ‘ও’ স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে সর্বনামের ক্ষেত্রে অর্থ নির্দেশ করতে পারলেও যোজক বা বলক হিসেবে এটি পারে না। তবে বাক্যিক কাঠামো নির্মাণে ‘ও’ ভাষিক উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

বাংলা কাব্যভাষায় সূচনাকাল থেকেই শব্দের সাথে ব্যবহৃত লগ্নকগুলোর মধ্যে বলকের ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে অধিকাংশ বৈয়াকরণিক একে প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কাব্যভাষায় বিভিন্ন পদের সাথে ‘ই’ ও ‘ও’ ভাষিক উপাদানদ্বয়কে প্রত্যয়, যোজক ও সর্বনাম হিসেবে যেমন ব্যবহার করেছেন, ঠিক তেমনি বলক হিসেবে ব্যবহার করেও কবিতায় বিশেষ ভাব (আক্ষেপ, প্রার্থনা, অনুরোধে, মৃদু বিস্ময়, নিশ্চয়ন, স্তুতি) নির্দেশ করেছেন। কবিতার অন্ত্যমিল বজায় রাখতেও রবীন্দ্রনাথ বলকের ব্যবহার করেছেন। কবিতার ভাষায় গদ্য ও পদ্যরূপের ব্যবহারে আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ভাষিকগুণে বৈচিত্র্যপূর্ণ এই উপাদানটি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনা তারই একটি প্রয়াস মাত্র।

সহায়কপঞ্জি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০১০)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

গোলাম মুরশিদ ও স্বরোচিষ সরকার (২০১৩)। *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৩৫)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। ঢাকা: প্রভেন্সিয়াল লাইব্রেরি।

রফিকুল ইসলাম, পবিত্র সরকার ও অন্যান্য (২০১২)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* প্রথম খণ্ড (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১০)। *রবীন্দ্র রচনাবলী* প্রথম-অষ্টাদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৫)। *সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স।

স্বরোচিষ সরকার (২০২১)। *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

স্বরোচিষ সরকার, তারিক মনজুর ও অন্যান্য (২০২০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

হানা রুথ টমসন (২০২১)। *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ* (স্বরোচিষ সরকার অনূদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Thompson, Hanne-Ruth (2010). *Bengali: A Comprehensive Grammar*. London: Routledge.